Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১২ মে, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১১ মে, ২০১৫, সোমবার, ২৭ বৈশাখ, ১৪২২

নেপালে ভূমিকম্পে দুর্গতদের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ মে : নেপালে ভূমিকম্পে দুর্গত মানুষের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহে নামলো সি পি আই(এম)। বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন প্রান্তে গণ-সংগ্রহ চললো গত সপ্তাহ জুড়ে। ৬ মে বর্ধমান শহরের তিন দিকে তিনটি দলে ভাগ হয়ে পার্টি কর্মীরা অর্থসংগ্রহ করেন। স্টেশন থেকে রানিগঞ্জ, কার্জনগেট থেকে বড়বাজার, নীলপুর থেকে কার্জনগেট সংগ্রহ চলে। নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে ঐদিনই ২১, ৪০০ টাকা সংগ্রহ হয়।

৮ মে বিকালে সি পি আই(এম)-র উদ্যোগে নেপালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল। মেমারি শহরের দুই দিকে কৃষ্ণবাজার থেকে চকদিঘি মোড় হয়ে ডি ভি পাড়া অভিযান সংঘ পর্যন্ত। অন্যদিকে বামুনপাড়া মোড় থেকে কৃষ্ণবাজার পর্যন্ত প্রায় দুই ঘন্টা ধরে অভিযান চালানো হয়। শহরের ব্যবসায়ী, পথ চলতি মানুষ, ফুটপাতের মানুষজন তাদের সাধ্যমত সাহায্য করেন। অর্থ সংগ্রহ খুব ভাল হয়।

সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে নেপালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে গুসকরায় লজপাড়া থেকে রেলফটক পোষ্ট অফিস রোডে ৪,৬৪০ টাকা অর্থ সংগ্রহ হয়।

মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ মে : পুলিশের নজর দারিতে এখন রাজ্যে একটার পর একটা বোমার কারখানা চলছে। আর ঘটছে বিস্ফোরণ কাণ্ড। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যতই চাপা দিতে একটার পর একটা আষাঢ়ে গল্প ফাঁদছেন, মানুষ জানেন এই দুষ্কৃতীরা শাসকদলেরই কর্মী। সন্ত্রাস, দুষ্কৃতী রাজ্যের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। এদিন বর্ধমান টাউন হলে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক সভায় বলেছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মিনতি ঘোষ। তিনি বলেন, রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষ সহ মহিলাদের উপর চরম আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। গণতন্ত্র আজ আক্রান্ত। মার খেয়েও আমাদের কর্মীরা সংগ্রামের পথ থেকে পিছু হটেনি। এটাই আমাদের সংগ্রামেরঐতিহ্য। শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়তে নিরন্তর চিন্তা-চেতনা ও বোধের বিকাশ ঘটাতে হবে আমাদের। পাশাপাশি জাতপাত, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর বলেন, শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে মহিলা সংগঠন হিসাবে আমাদের সংগঠন সর্ববৃহৎ। আমাদের উপর আরো আক্রমণ বাড়বে। কিন্তু সেই প্রতিকূল অবস্থাকে ডিঙিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সভায় অন্য অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী ভারতী ঘোষাল, মণিমালা দাস, সাধনা মল্লিক প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন গৌরী ব্যানার্জী সহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

চির নূতনের দিল ডাক ...

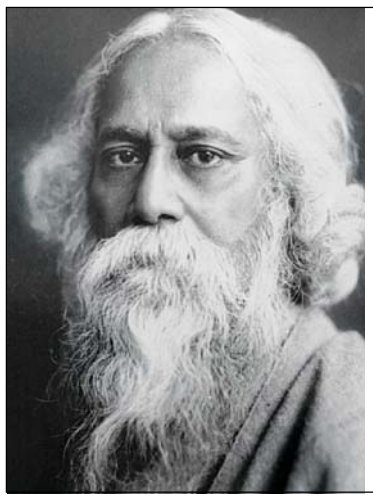

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ মে : প্রতিবারের মতো এবারও ২৫ বৈশাখ সারা দেশে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল। বর্ধমান জেলার কয়েক হাজার ক্লাব এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন আঙ্গিকে দিনটি পালন করেছে।

সকাল থেকেই নানা জায়গায় প্রভাত ফেরিতে গলি থেকে রাজপথে মুখরিত হয় গানে কবিতায়। এদিন রবীন্দ্রজন্মোৎসব উদযাপন কমিটি সকালে উত্তরফটকে রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে। বিকালে বীরহাটা পার্বতী মাঠে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের মুখপত্র 'অতন্দ্র'-এর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা উদ্বোধন করেন অধ্যাপক সলিল ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন আবুল হাসান, দেবেশ ঠাকুর, অধ্যাপক সুকৃতি ঘোষাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন কাকলী রায়, তৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সায়নী নাগ, বর্ণালী নাগ। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন মণিকা ঠাকুর, সোহিনী লোধ প্রমুখ। রবীন্দ্রনৃত্যের অনুষ্ঠান 'নৃত্যেরই তালে তালে' সঞ্চালনা করেন বিকাশ বিশ্বাস ও মৌসুমী মুখোপাধ্যায়।

এদিন সকালে বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ-এর উদ্যোগে এবং সংবাদ প্রভাতী ও আলাপ-এর সহযোগিতায় বর্ধমান টাউন হলে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। আবৃত্তি করেন দেবেশ ঠাকুর, ললিত কোঙার, পরিজাত নন্দী, আবুল হাসান, তৃষা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ, সতীপ্রসাদ সঙ্গীত সংসদ, সরলরেখা, রুদ্রপলাশ-এর শিল্পীরা। এছাড়াও স্কুল, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ দিনটি পালন করেন।

মেমারি 'অগ্নিবীণা' সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১৫৫তম জন্মজয়ন্তী উৎসব আজ বিকেলে মেমারি পুরাতন স্টেশন বাজার রেলওয়ে বুকিং অফিসের পাশে পালিত হল। ২৫ বৈশাখের এই অনুষ্ঠানে মোট ৪০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণে শিল্পীরা, গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উৎসবকে ঘিরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন লাবনী সিংহরায়।

ইস্কো বাঁচাও আন্দোলন পূর্ণতার পথে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা, বার্ণপুর : অবশেষে শুরু হল ইস্কোর সম্প্রসারণ ১৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। গত ৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করলেন ইস্কোর সম্প্রসারণ প্রকল্প। সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্কো বাঁচানোর জন্য সি আই টি ইউ নেতা বামাপদ মুখোপাধ্যায় প্রায় ত্রিশ বছর আগে শুরু করেছিলেন আন্দোলন। ইস্কো বাঁচানো একান্তই জরুরি একথাটা সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন বামাপাদ মুখোপাধ্যায়। আমাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক ভিন্নতর পথের দিশারী হয়ে রইলো এ ঘটনা।

তারপর ইতিহাস। ২০০৬ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করলেন। প্রাণপণে বাঁধা দিতে শুরু করলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজ পিছিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল এটাই।

অবশেষে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নিয়ে কাজ শুরু হল। হাজার হাজার মানুষ সমবেত হলেন এ আনন্দ অনুষ্ঠানে। এলাকায় সামাজিক আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক মানচিত্র আবারো সমৃদ্ধ হবে, এলাকাবাসী নতুন করে বাঁচবার স্বপ্ন দেখবেন।

এ কর্মযজ্ঞের যারা হোতো সেই অগ্রণী প্রমিথিউসদের মধ্যে একমাত্র জীবিত এলাকার শ্রদ্ধেয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বামাপদ মুখোপাধ্যায় কোনো আমন্ত্রণ পাননি। কমিটির আহ্বায়ক সি আই টি ইউ নেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তো ২০০৮ সালের ডিসেম্বরেই প্রয়াত হন।

বামাপদবাবু অবশ্য জানান, তিনি আনন্দিত কারণ ইস্কো তো বাঁচবে।

বৈশাখে নিবেদিত পংক্তিমালা

অরুণ মজুমদার

যখন
বসুন্ধরার যে-কোন প্রত্যন্তে
বিকৃত হয় মানবতা
অবরুদ্ধ হয় কণ্ঠস্বর
আর নিকানো উঠোন
যাপিত জীবনের যতেক কথামালা
বিপন্নতার গভীরে অতলে
ডুবে যায় বসতির
অমোঘ প্রতীতি

তখনি
তোমার স্পর্ধিত বিবেক
আর অভ্রংলেহী মানবতার
অনিবার্য উপস্থিতি
নিয়ত যোগায় বল
রুখে দাঁড়াবার মুখোমুখি
আউষে আমনে আর
আলপথে রাজপথে
তুমি যে রবীন্দ্রঠাকুর
আমাদের প্রাণের ঠাকুর।

আমন, আলু, বোরোতে পরপর ধাক্কায় বেসামাল চাষি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ মে : 'চাষির মুখে হাসি'। এই বাক্যটি এবার চাষির জীবনে হারিয়ে যেতে বসেছে। আমন, আলু, বোরোতে পরপর ধাক্কায় বেসামাল চাষি। মুখ থুবড়ে পড়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি। শুকিয়ে যাচ্ছে গঞ্জ শহর। হারে হারে টের পাচ্ছে বাজারের ব্যবসাদাররা।

পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলার মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। খাদ্যমন্ত্রী একাধিকবার জেলায় এসে সরকারি দামে ধান কেনার কথা বললেও অভাবি বিক্রি বাড়ছে। এবার আমন ধান ওঠার সময় থেকে শুরু করে আলু, বোরো ধানেও অভাবি বিক্রি ঠেকাতে পারেনি মেলা-উৎসবের সরকার। সরকারি দাম যেখানে ৮১৬ টাকা বস্তা সেখানে বোরো ধান বিক্রি হচ্ছে ৪৫০-৪৮০ টাকা বস্তা। গতবার যেখানে বিক্রি হয়েছিল ৭৫০-৮০০ টাকা বস্তা (ধান ওঠার সময়)। এবার বিঘাপিছু খরচ হয় ১৩ হাজার টাকা। উৎপাদন গড় ১৪-১৫ বস্তা। অর্থাৎ ৪৫০ x ১৪ = ৬৩০০ টাকা। বিঘাপিছু লোকসানের পরিমাণ ৬৭০০ টাকা। যে সমস্ত ব্লকে শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে, সেখানে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি। আরো বেশি সংকটে পড়েছে ভাগচাষিরা। তাদের লোকসানের পরিমাণ আরও বেশি। বর্ধমান সদরের ভৈরব বাগ এবার তিন বিঘা জমি ভাগে চাষ করেন। গতবারের থেকে (৮ ০০ টাকা বস্তা) এবার দাম বেশি পাওয়ার আশায় ৫০০০ টাকা বিঘা নগদ মালিককে দিয়ে তিন বিঘা চাষ করেন। এখন জলের দরে ধান বিক্রি করলে আত্মহত্যা ছাড়া কোনো পথ নেই। সদরের রাখহরি রায় মনে করতে পারেছেন না এবারের ৪৫০ টাকা বস্তা কত বছর আগের দর? জানালেন সম্ভবত ১৫ বছর আগের দর। আক্ষেপের সুরে জানালেন—যে রাষ্ট্র সমাজের চাষির প্রতি দায়বদ্ধতা নেই, সেই চাষি এবার নিজের বাড়ির প্রয়োজন মত ফলাবে। লিখে নিন। সে দিন আসতে আর দেরি নেই। তিনি তিন বিঘা নিজের জমি চাষ করেছেন। আমন ধান এখনও অবিক্রি। বোরো ধানও বিকোচ্ছে না।

এবার জেলায় বোরো চাষ হয়েছে ১ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে। যা থেকে ধান উৎপাদন হয়েছে ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৭২ মেট্রিক টন। গত ৮ মে খাদ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সরকারি দামে ধান কেনা নিয়ে জেলাতে প্রশাসনিক স্তরে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। ঠিক হয় জেলার ১২টি কিষাণ মান্ডি থেকে সরকারি দামে (৮১৬ টাকা বস্তা) ধান কেনা হবে। ১৮টি রাইসমিলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফোড়েদের উদ্দেশ্যে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। এখানেও তিনি সি পি এমের ভূত দেখেছেন। মন্ত্রীর বার বার মিটিং সত্ত্বেও চাষির লাভ হয়নি। বরং দাম কমেছে হু-হু করে। কেন এভাবে নামছে ধানের দর? জানাতে চাইতে রাইস মিলার এ্যাসোসিয়েশনের জনৈক কর্মকর্তা জানান, সরকারি নীতিই এজন্য দায়ি। রপ্তানি একেবারে বন্ধ। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশে চাল যাচ্ছে না। উদার অর্থনীতির ফলে ঐ সমস্ত দেশ এখন অন্য দেশ থেকে কম দামে চাল পাচ্ছে। এছাড়া সরকার লেভির জন্য ধান কিনলেও টাকা বকেয়া থেকে যায়। গতবারের কেনা ধান এখনও গোডাউন ভর্তি। খালি না হওয়ার কারণে নতুন করে কিনে ধান রাখার জায়গার অভাব; সব মিলিয়ে সরকারি পরিকাঠামো একাংশে দায়ী।

এই চাপান-উতোরে চাষি কার্যত চিড়ে চ্যাপ্টা। এক ছটাক ধানও এখন সরকারি দামে নেওয়া হয়নি। এপ্রসঙ্গে কৃষকসভার জেলা সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল জানান, চাষির আত্মহত্যা এবং সামগ্রিক ক্ষোভকে সরকার ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। রাইসমিলারদের বলির পাঁঠা করতে চাইছে সরকার। খাদ্যমন্ত্রীর কথা শুনছে না খাদ্যদপ্তর। কোনটা ঠিক? পদত্যাগ করা উচিত ওনার। এফ. সি. আই কেন্দ্রের দপ্তর। খাদ্যদপ্তর রাজ্যের অধীন। দুই সরকারকে বাঁচাতে রাইসমিলার এবং ফোড়েদের বলির পাঁঠা করে নিজেদের মুখ পোড়া বাঁচাতে এইসব কথাবার্তা।

নতুন চিঠি

১১ মে, ২০১৫

মোদি-মমতা মৈত্রী

ভারতের মতো একটি মুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক যে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য শর্ত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে মতাদর্শ ও কর্মসূচির বিচারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তা যদি পারস্পরিক সহনশীলতার বদলে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও অন্ধ বিরোধিতার পর্যবসিত হয়, তা হলে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি দল ও তার সরকারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার ও দলের মধ্যে এতাবৎকালের গালাগালি অতি সম্প্রতি অকস্মাৎ যেভাবে গলাগলিতে পরিণত হয়েছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর! প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পশ্চিমবঙ্গ সফল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতার সঙ্গে সুমধুর আলাপ-আলোচনা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার ঘোষণায় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সত্যিই হতচকিত।

এর পেছনে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার একটা দিক অবশ্যই আছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শাসনে যে মোচ্ছব চলছে, তাকে চালিয়ে যেতে গেলে কেন্দ্রের কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তি বাড়াতেই হবে, যে-কোনো মূল্যে। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বিল পাশের জন্য তৃণমূলের উপর বিজেপি-কে নির্ভর করতেই হবে। তাই একদিকে যেমন মোদিজিকে কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার চ্যালেঞ্জ থেকে সরে এসে মমতা ব্যানার্জিকে তাঁর কোমর ধরতে হচ্ছে, তেমনি মোদিজিকেও মমতা ব্যানার্জিকে সার্টিফিকেট দিয়ে ঘোষণা করতে হচ্ছে যে বিচক্ষণ মমতা ব্যানার্জী জানেন, ভাল করলে মোদিজিই করবে, আর কেউ নয়। সারদা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্যই এখন নেই।

বিজেপি-র সঙ্গে মমতার সখ্য নতুন কিছু নয়। একসঙ্গে সরকারও চালিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু মোদিজির নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপি-র রমরমা পশ্চিমবঙ্গেও ছড়াতে শুরু করেছে বলে যখন উত্তুঙ্গ প্রচার শুরু হল, তখন প্রমাদ গুণে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে বিজেপি-বিরোধিতার পঙ্কে হাঁটতে হলো তার রাজত্বকে অটুট রাখার জন্য। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যখন বিজেপি-র ফানুস ফেটে গেল, তখন মমতা নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর মৌলিক শত্রু বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামলেন। এবং একই লক্ষ্যে বিজেপি-ও এগিয়ে আসায় তৃণমূল-বিজেপিও নতুন করে পরম মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হল।

ক্ষমতার রাজনীতি বড় বিষম বস্তু। কখন কী রূপ পরিগ্রহ করবে কেউ জানে না।

এক ডজন প্রশ্ন

১. হাওড়া ব্রিজের নাম রবীন্দ্র সেতু কবে রাখা হয়?
২. প্রখ্যাত দার্শনিক কার্ল মার্কস কোন দেশের কোন নদীর তীরে কোন শহরে কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
৩. বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কোথায় কবে জন্মান? কবে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন?
৪. ক্লোরোফর্ম কে আবিষ্কার করেন? তার কবে মৃত্যু হয়?
৫. প্যারিসের আইফেল টাওয়ার কবে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল?
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে 'শেষের কবিতা' রচনা করেন?
৭. কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরীর কবে মৃত্যু হয়? জন্ম কবে?
৮. রবীন্দ্রনাথের কত তম জন্মদিবসে কে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন?
৯. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে হন?
১০. শান্তির জন্য শান্তিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার কে কবে পান? তাঁর কবে জন্ম?
১১. কলকাতায় রবীন্দ্রসদনের কবে উদ্বোধন হয়? কে করেন?
১২. পৃথিবীর মধ্যে প্রথম চক্ষু ব্যাঙ্ক কোথায়, কবে স্থাপিত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

পান্থজনের সখা

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

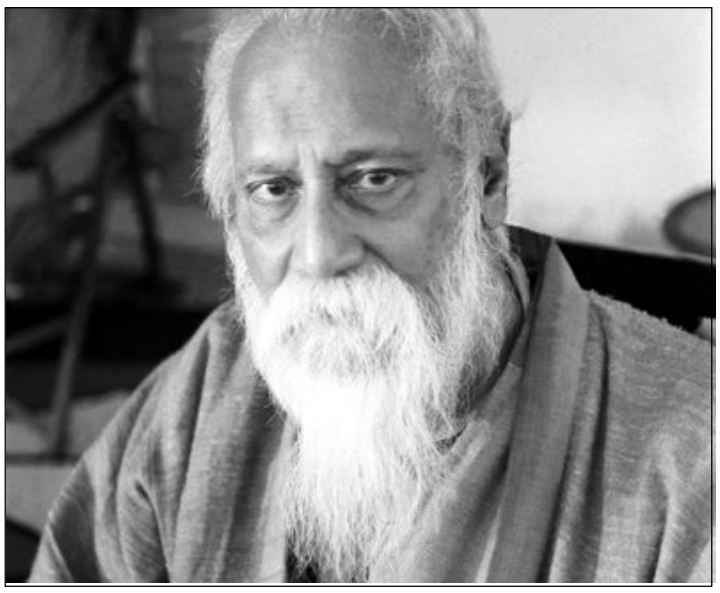

বছরে একবার আমাদের মত অকিঞ্চিৎকর মানুষেরও একটা জন্মদিন আসে। জন্ম যেহেতু হয়েছে বছরে একবার জন্মদিন তো আসবেই। তেমনি এক জন্মদিনে বাংলাদেশের এক তরুণ শুভেচ্ছা পাঠালো ছোট্ট একটি লেখায়। বলল, জন্মদিনে শুভেচ্ছার পাশাপাশি দাবি এবার আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্যানপ্যানানি ছাড়ুন। এখন থেকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে গণসঙ্গীতই শুনতে চাই আপনার গলায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক হয়েছে। এমন দাবি প্রথম নয়। ছাত্রজীবন থেকেই শুনছি। আমার জীবনে ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা এবং আকাশবাণীতে বড়োদের গ্রুপে গান গাওয়া একই সময় থেকে। প্রথমদিন রেডিও থেকে আমার গান সম্প্রচারিত হওয়ার পর যখন পার্টি অফিসে এলাম, তখন আমার সাফল্যে সমবেত অহঙ্কার প্রকাশের পাশাপাশি সমবয়সের বন্ধু সহ অগ্রজরা বললেন, ভালো খুব ভালো, কিন্তু তোমার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেকে একজন গণসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে গড়ে তোলা। রবীন্দ্রসঙ্গীত টঙ্গীত এগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু গান নিয়ে যদি বিপ্লবী রাজনীতির কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়, তবে গণসঙ্গীতই গাইতে হবে। তখন আমাদের অঞ্চলে গণসংস্কৃতি আন্দোলনের ভাঁটা চলছে। অতীতের গণসঙ্গীত শিল্পীরা সমাজপটে দৃশ্যমান নন। কর্তব্যবোধের তাগিদেই গণসঙ্গীত শেখার জন্যে ভেতরে একটা অস্থিরতা। প্রথম শিক্ষক হল এক বন্ধু, যে শুনে শুনে কয়েকটি গণসঙ্গীত তুলেছে। মুশকিল হচ্ছে, তার গলায় সুর নেই। অগত্যা একটাই পথ বের করতে হল। ওকে দিয়ে পরিচিত কিছু গান গুণগুণ করিয়ে ঠাওর করার চেষ্টা করলাম, কোন সুরটা বিকৃত হয়ে ওর গলায় কী চেহারা নেয়। এভাবেই প্রকৃত সুরের একটা কাঠামো আন্দাজ করে ওর কাছ থেকেই আমার প্রথম দুটি গণসঙ্গীত শেখা। হেই সামালো ও ভেদী। অনশন মৃত্যু তুষার তুফান। পরে মূল গান শুনে দেখেছি কয়েকটি কোমল শুদ্ধ সুরের এদিক ওদিক ছাড়া বাকিটা ঠিকই আছে। সেই থেকে সভাসমিতিতে মূলত গণসঙ্গীত গাই আর রেডিও টেলিভিশন অনুষ্ঠান জলসায় প্রধানত গাই রবীন্দ্রসঙ্গীত। অনেকটা দিন অবধি দুটো যেন সমান্তরাল ধারা এই মনে করেই চলছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও ভাগ করে নিয়েছি দু'টি ধারার গান। সভাসমিতিতে যখন গাইছি 'আগুন জ্বালো' তখন রেডিওতে গাইছি, যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো প্রভু। দু'টি ধারার মধ্যে যেন কোনো যোগাযোগ নেই। আমি যেন এক বপিরাদেল্লো কথিত স্প্লিট পারসোনালিটির মানুষ। ড. জ্যাকেল এণ্ড মিঃ হাইড।

একটা বয়সের পর মনে ধন্ধ লাগতে থাকল। কিছু গান প্রশ্ন তুলতে থাকল মনে। যেমন, 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হাতে দীন সেখানেতে চলন তোমার রাজে'। কিংবা 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'। এই গানগুলি কি ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন? নাকি যে মানুষগুলি সবার নিচে সবার পিছে সবার অধম সবহারাদের ঈশ্বরত্বের উচ্চতায় উন্নীত করার আকাঙ্ক্ষা? তবে কী কোথাও যোগ সাধিত হয় আমার কাছে এতদিন পরস্পর সম্পর্কহীন সমান্তরাল গানগুলির মধ্যে? এই ভাবতে ভাবতেই চলে যায় দিন মাস বছর। কখনো প্রশ্ন করি নিজেকে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কি আচারশাসিত ধর্মের ঈশ্বরই? নাকি অন্য আরো কিছু। এবং সেটা এমন কিছু যার সাথে কোথাও একাট সংলাপ রচনার অবকাশ হয়েছে প্রগতিভাবনার?

এমন ভাবতে ভাবতেই দিন পাল্টে গেল পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যজুড়ে শুরু হল প্রেতনৃত্য। বন্ধুরা বললেন, এবার কণ্ঠ ছেড়ে গণসঙ্গীত গাইতে হবে বুঝলি? মানুষ বিভ্রান্ত, মানুষ আতঙ্কে। আতঙ্ক বন্ধুসুজনদের মধ্যে। এই ভয়ভাঙানোর কাজ শুরু করতে হবে। আবার পুরোনো খাতা ঝেড়ে গানগুলিকে উদ্ধার কর। হলও, ফিরে এলো প্রচুর হারিয়ে যাওয়া গণসঙ্গীত। ভুলেই গিয়েছিলাম পল রোবসন গানটি। সভাসমিতিতে আবার গাইতে শুরু করলাম। কমরেডরা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

ফিরে এল অনেক অনেক রবীন্দ্রনাথের গান। এমন গান যাকে কখনো ভাবি নি সংগ্রামের সঙ্গী হিসেবে। কামদুনি থেকে পার্কস্ট্রিট-রাজ্যের দিকে দিকে নারীর ওপর সীমাহীন অত্যাচার যেন বিধিসম্মত হয়ে গেল। ক্ষমতার উচ্চ মিনার থেকে ভেসে আসা অমানবিক হৃদয়হীন কথাগুলি বুকের ভেতর অস্থিরতার ঢেউ তোলে। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উদাসীন অমানবিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে রচিত হওয়া 'কেন চেয়ে আছো গো মা মুখপানে' ঋত্বিক দেবব্রত বিশ্বাসের হাত ধরে বিভক্ত বাংলার আর্তনাদকে মূর্ত করেছিল একদিন। এবার সেটিই হয়ে উঠলো কামদুনি-পার্কস্ট্রিট-উত্তর পশ্চিমবাংলায় আমাদের ক্রোধের সাঙ্গীতিক উচ্চারণ। এমন করে আরো অনেক অনেক গান পেল নতুন চেহারা। নতুন মাত্রা। ২০১১ সালের ১৩ মে অবধি জনৈক সহকর্মী নিজেকে প্রায় আমার নেতার পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। অনেকে তাকে অনভিপ্রেত গুরুত্বও দিচ্ছিলেন। বামপন্থার এতদিনের সাহচর্য তার অন্তস্থ সুবিধাবাদকে অনুমাত্রও দুর্বল করতে পারেনি। চাপা দেওয়া ছিল মাত্র। ১৩ মে পেরোতেই তিনি স্বমূর্তি ধারণ করলেন এবং আমাদের কর্মক্ষেত্রে বামপন্থী হেনস্থা ও দুর্বল করার প্রতিটি প্রয়াসের নিষ্ঠাবান সহযোগী হলেন। প্রাক্তন বন্ধুরা অনেকেই মুষড়ে পড়েন তার এই ভোলবদলে। এমন ঘটনা নানা জায়গায় ঘটতে থাকেই। বিমর্ষ বন্ধুদের এমন এক সমাগমে গাইতে গিয়ে উজ্জীবনের গান গাইতে গিয়ে বিনা প্রস্তুতিতেই হারমোনিয়ামের রিডে আঙুল চালাতেই উঠে এল 'তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না'। গান যত এগোয় তত নিজেই অবাক হই। অন্যকে উজ্জীবিত করব কি, এতদিনের পরিচিত গানটি যেন আমার কাছেই নতুন হয়ে আসছে, আমাকে প্রাণিত করছে আরো আরো বেশি করে। সুবিধাবাদের মনপবনে যারা সঙ্গত্যাগ করেছে তাদের একেক জনের মুখ মিছিলের মত চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

এভাবেই এক একটি গান নতুন রূপ পেয়ে আঘাতে শোকে উজ্জীবনে প্রতিবাদে ভাষা দিয়েছে আমাকে। শাহবাগের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে অ্যাকাদেমি অব ফাইন আর্টসের সামনে ছাত্রযুবদের সমাবেশে পরিচয় হয়েছিল একটি ঝকঝকে তরুণের সাথে। সপ্রতিভ সেই তরুণটি এমন যার চোখ কথা বলে, হাসি কথা বলে, তার চলা ফেরা যেন বাঙ্ময় করে তোলে প্রতিবেশীকে। গানের আগেচায়ের কাপ তুলে দিয়ে ফোন নম্বর চেয়ে নিল। হেসেই দিলাম। হঠাৎই একদিন টিভির পর্দায় ভেসে উঠলো সেই মর্মান্তিক সংবাদ। আইন অমান্য আন্দোলনের পর পুলিশের কাস্টোডিতে থাকার সময় পুলিশেরই লাঠির ঘায়ে লুটিয়ে পড়লো তার অমূল্য প্রাণ। সে মুত্যহীনের নাম সুদীপ্ত গুপ্ত। দিন রাত শোকে গুমড়ে গুমড়ে ভেতরে বাজতে থাকল, 'তরুণ হাসির আড়ালে কোন আগুণ ঢাকা রয় / একী গো বিস্ময়, অস্ত্র তোমার গোপন রাখো কোন তূণে? এতদিন যে বসে ছিলেন পথ চেয়ে আর কালগুণে, দেখা পেলেম ফাল্গুনে'।

ভেবেছি এবারের আমার জন্মদিনে সেই তরুণটিকে একটি চিঠি পাঠাবো। বলব, 'হ্যাঁ, তোর কথা মতই গলায় তুলে নিয়েছি গণসঙ্গীত। তবে রবীন্দ্রনাথ যে এত গণসঙ্গীত লিখেছেন জানা ছিল না। আমাদের বাইরের ভেতরের সমবেত একক-নানা ধরনের সংগ্রামের সঙ্গীত জানিস তো রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন। আমাদের দোষ আমরা কখনো সেভাবে শুনি নি। পড়িনি। চল আবার শুনি, পড়ি সেই গান'।

বটুকেশ্বর দত্তের জন্মভিটে দেখে গেলেন তাঁর একমাত্র কন্যা

বিশেষ সংবাদদাতা : বিপ্লবী বুটকেশ্বর দত্তের জন্মভিটে ঘুরে দেখলেন তাঁর একমাত্র কন্যা ভারতী দত্ত বাগচী। দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার ওঁয়াড়ি গ্রামের বাসিন্দারা বিপ্লবীর জন্মভিটে হেরিটেজ ঘোষণা করার জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল। সেইজন্য বটুকেশ্বর স্মৃতি রক্ষা কমিটিও তৈরি হয়। কমিটির সম্পাদক মধুসূধন চন্দ্রের দু-দশক ধরে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন-নিবেদনের পর গত বছর সেই দাবি ছাড়পত্র পায়। বটুকেশ্বর দত্তের পুরানো ভগ্নপ্রায় বাড়িটিকে ইতিমধ্যেই নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই স্থানেই একটি মিউজিয়াম তৈরি হচ্ছে। নিচের তলায় মিউজিয়াম আর দোতালায় পর্যটকদের রাত্রি নিবাস তৈরি হচ্ছে। সব নিয়ে মোট ৮২ লক্ষ টাকা অনুদান হয়েছে। এদিন ভারতীদেবী বাবার পৈতৃক ভিটে ঘুরে দেখে খুবই আপ্লুত হন। তিনি জানান, গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্য সরকারকেও।

উল্লেখ্য ১৯১০ সালের ১৮ নভেম্বর বটুকেশ্বর দত্তের জন্ম হয় ওঁয়াড়ি গ্রামে। বাল্যকাল ওখানে কাটলেও তারপর তিনি যান কানপুরে। ছাত্রজীবনেই তিনি স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরিচয় হয় বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর সঙ্গে। এরপর ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরুর সঙ্গে পার্লামেন্টে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় বটুকেশ্বর দত্তও ছিলেন। বিচারে ভগৎ সিং রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়। দ্বীপান্তর হয় বটুকেশ্বরের। ১৯৬৫ সালে দিল্লিতে তাঁর মৃত্যু হয়। তার কন্যা ভারতীদেবী থাকেন পাটনায়।

বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত
জন্ম : ১৯১০ সালের ১৮ নভেম্বর

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল : চিকিৎসা ব্যবস্থা কি তাঁর প্রদর্শিত পথে চলবে না?

আব্দুস সবুর

ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে ১৮২০ সালের ১২ মে জন্মগ্রহণ করেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। এবছর তাঁর ১৯৫তম জন্মদিবস। আধুনিক নার্সিং-এর প্রতিষ্ঠাত্রী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' অভিধায় অভিহিত করা হয়েছিল। সারা বিশ্বের নার্সিং স্টাফরা এই দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে' হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকেন। এই দিনটি প্রতি নার্সিং স্টাফ-এর কাছে নতুন দিশা নিয়ে শপথ নেওয়ার দিন। প্রতি বছর 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' ১২ মে'কে সামনে রেখে নতুন শ্লোগানে বিশ্বকে আরও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা করে থাকে।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন একজন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ব্যক্তিত্ব। যাঁর চলার পথের প্রতিটি সিদ্ধান্ত বা উদ্ভাবনী শক্তি যে কোনো নার্সিং স্টাফ-এর হৃদয়কে নাড়া দেয়। তাঁর ক্ষমতা ছিল ভাবনার চাইতে অনেক গুণ বেশি। তাই এই দৃঢ়মনস্ক উদ্যমী নারী হাসপাতাল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য লড়াইয়ের ময়দানে বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

যুগান্তকারী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে স্বাস্থ্য পরিষেবায় গোটা ইংল্যাণ্ডের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন। পাশাপাশি সমাজের নিপীড়িত শ্রেণি যারা বরাবরই স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্রাত্য ছিলেন তাদের জন্যও তিনি ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সমস্ত পুরনো ব্যবস্থাকে সংস্কার করে, বৈজ্ঞানিক নীতিতে পরিকল্পনা করে কাজ শুরু করেন। ৩৩ বছর বয়সে ১৮৫৩ সালে প্রথম সাত্যিকারের কাজে যোগদানের সাথে সাথেই মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে 'ইনস্টিটিউট ফর দ্য কেয়ার অফ সিক জেন্টল উইম্যান' প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের রূপ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করে রেখেছিলেন।

তৎকালীন শাসকবর্গ শুধু স্বাস্থ্য নয়, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য যেতেন। তিনি প্রধানত প্রতিকার নয়, রোগ প্রতিরোধকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর সহকর্মীদের বড় অংশ তাঁকে সমর্থন না করে বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তিনি ১০/১২ টি হাসপাতাল আর সেনা ছাউনির চিকিৎসাব্যবস্থা পরিদর্শন করে তথ্য দিয়ে দেখালেন শুধু পরিবেশ, জল স্যাঁতস্যাঁতে নোংরা অবস্থার জন্য সৈনিকের মৃত্যুর হার দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সেই সময় ভারতের সেনাবাহিনীর ভয়ানক অসুস্থতার ও শুশ্রূষার জন্য দারুন ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি দরকার। এই উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে এক রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন।

ফ্লোরেন্সের জীবনীকার সিসিল উড্‌হ্যাম স্মিথ তাঁর বইতে লিখেছিলেন যে, ১৮৭৯ তে ফ্লোরেন্স হতাশার গভীরে ডুবে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুশোচনা 'ভারতের অবস্থার উন্নতি এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি বললেন আমার কুড়িটা বছর বিফলে গেল।'

আজ ২০১৫ সালে দাঁড়িয়ে যদি আমরা দেখি ফ্লোরেন্সের হতাশা কাটাতে বর্তমানে কতটা সমর্থ হয়েছি? উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক। কারণ আজও আমাদের দেশের সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে স্বাস্থ্যখাতে যে টাকা ব্যয় ধার্য করা হয় তা পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে নিচের দিকে।

আমাদের দেশের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে দ্বাদশ পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্যের উপর, জোর দেওয়া হয় আরও বেশি মেডিক্যাল কলেজ, কলেজ অফ নার্সিং, স্কুল অফ নার্সিং ইত্যাদি স্থাপনে। বিশেষত পিছিয়ে পড়া রাজ্য বা অঞ্চলের জেলাগুলিতেই এই ইনস্টিটিউশনগুলি সরকারি ভাবে স্থাপন করা জরুরি। কিন্তু সরকারি উদ্যোগ ছিল প্রচণ্ড অপ্রতুল।

দেখা যাচ্ছে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাশ করা ডাক্তার, নার্স বা অন্যান্য প্যারা মেডিক্যাল স্টাফরা সরকারি পদে যোগদান করে কম টাকায় বেশি কাজ বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং একে সম্মানজনক মনে করেন না।

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, নার্সিংহোমকে শুধু উৎসাহিত করা নয়—সরকারিভাবে স্বাস্থ্যের পুরো দায় আজ অস্বীকার করতে চাইছে দেশের সরকার। বাড়ছে স্বাস্থ্যখাতে খরচ। বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজ উচ্চবিত্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যয়বহুল চিকিৎসা। সেখানে সমাজের নিম্নবিত্ত বা গরিব মানুষের যাতায়াত অসাধ্য।

বেসরকারি সংস্থার প্রথম ও প্রধান কাজ নিত্য নতুন যন্ত্র আর চড়া দামের ওষুধের ব্যবসা। সেখানে কি সম্ভব ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর রোগ-প্রতিরোধকে প্রাধান্য দেওয়া, স্বপ্নের বাস্তবায়ন। প্রতিদিন ব্যবধান বাড়ছে। চিকিৎসা পাওয়া ও দেওয়ার শর্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে মূল্য চোকানোর ক্ষমতা। যেখানে স্থান নেই রোগীর পরিষেবা পাওয়ার অধিকারের। স্থান নেই মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে আর্তের পাশে দাঁড়ানোর দ্বায়বদ্ধতার। পাওয়া ও দেওয়ার ঘূর্ণাবর্তে রোগী, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর সম্পর্কের টানাপোড়েন তাই প্রতিদিন তৈরি করছে জটিল থেকে জটিলতর ব্যবধান। কোথাও কোথাও পরিবেশকে এমন করে তোলা হচ্ছে এ যেন দু'পক্ষের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। আর এ থেকেই জন্ম নেয় আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদী মানসিকতা, যার বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করে গেছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। এই প্রতিকূলতাকে মাড়িয়ে নার্সসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবার মানসিকতায় এগিয়ে আসাটাই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতি সঠিক সম্মান জানানোর উপায়।

বর্তমানে কর্মরত সরকারি নার্সিং স্টাফদের মধ্যেও বহু সিস্টার রয়েছেন যাঁরা দারুনভাবে কাজ করছেন। এখনও মানুষ মনে করেন নার্স ফ্লোরেন্সের মতো মানসিকতা নিয়ে, দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে পারে। চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও পরিষেবা প্রদানে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অসামান্য অবদানকে সামনে রেখে আমাদের শপথ নিতে হবে। হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও যেটুকু পরিকাঠামো আর সুযোগ রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ ঘটিয়ে আমরা যেন গড়ে তুলি দায়বদ্ধ, মানবিক ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চিকিৎসা পরিষেবা।

নাইটিঙ্গেল পুরস্কার পাচ্ছেন তৃপ্তি ব্যানার্জী

কর্মজীবনে দায়িত্বশীলতা, পরিশ্রম ও কর্তব্যে অবিচল থাকার যোগ্য সম্মান হিসাবে ১২ মে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিনে বিজ্ঞানভবনে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কার পেতে চলেছেন নানুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্স তৃপ্তি ব্যানার্জী। বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত কীর্ণাহারের বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ্ব তৃপ্তিদেবীর এই সাফল্যে গর্বিত জেলাবাসী।

বছর ঘুরলো মোদির

মে মাস আসিল ফিরে সুদিন তো এলো না

তপোময় ঘোষ

ঠিক এক বছর আগে এমন বৈশাখী দিন আরো উত্তপ্ত হয়েছিল 'আচ্ছে দিন আনেওয়ালা'দের আস্ফালনে। কর্পোরেটের ভীষ্মলোচন শর্মারা সেই গ্রীষ্মকালে যে গান ধরেছিলেন, তার আওয়াজখানা রেডিও, টিভি, সিডি, খবরের কাগজ মাড়িয়ে দিল্লি থেকে বার্মা পেরিয়ে চলে গিয়েছিল দিক দিগন্তে। উত্তপ্ত আওয়াজ দিয়ে চলছিল ব্রাণ্ড মোদির বিপণন। এই ব্রাণ্ড তৈরির খরচ ছিল প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা। উগ্র হিন্দুত্ব আর নয়া উদারনীতির ককটেলে তৈরি এই ব্রাণ্ডটির বাণিজ্যিক নাম নরেন্দ্র মোদি। ভোটের বাজারে ব্রাণ্ড মোদীর সফল বিপণন হয়েছিল।

ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন মোদি। ১৬ মে বিজয়ী হওয়ার পর ২০ মে সংসদের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, 'গণতন্ত্রের মন্দির' বলে ভিতরে ঢুকে যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন, তা দেশবাসীর মনে জ্বল জ্বল করছে। শপথ নেওয়ার আগে নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছিলেন, তাঁর সরকার গরিবের সরকার। দরিদ্রের আশা পূরণই তার প্রাথমিক লক্ষ্য। তারপর বলেছিলেন, সবার সাথে সবার বিকাশ।

এর সাতদিন পর অমরা দেখেছিলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রিয় শিল্পপতিদের মুনাফার বাড়বাড়ন্ত। দেশের সমস্ত সংবাদপত্রেও তা প্রকাশিত হয়েছিল।

মাসখানেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়লো ঝোলা থেকে বেড়াল। গত বছরের ১৭ জুলাইয়ের ইংরাজি দৈনিক 'দি স্টেটসম্যান'-এর তিনটি সংবাদে লেখা হয়েছিল, গৌতম আদানির সংস্থা 'আদানি পোর্ট সেজ' মুন্দ্রায় ৮,৪৮১ হেক্টর স্পেশাল ইকনমিক জোন' -এর জমির পরিবেশগত ছাড় পেয়েছে। পরের খবরটি ছিল : মুকেশ আম্বানির 'রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডকে তিনটি তৈলক্ষেত্র দান করতে আইন আলগা করা হবে ইত্যাদি। অন্য খবরটির শিরোনাম ছিল : 'গভর্নমেন্ট ক্লিয়ার্স ১৯ এফ ডি আই(চ্ছব্জ্জ) প্রোপোজালস ওয়র্থ রুপিজ ২,৩২৭ ক্রোর'। বুঝতেই পারছেন, ২,৩২৭ কোটি টাকার 'বিদেশি বিনিয়োগ'-এর পথ সরকার পরিষ্কার করে দিয়েছে। মনে করে দেখুন ২০ জুলাইয়ের বাংলা দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ব্যবসা পাতার প্রথম শিরোনাম ছিল ' ৩ মাসে প্রায় শত কোটি ডলার নিট মুনাফা, নজির রিলায়েন্সের।' সংবাদে লেখা হয়েছিল তিন মাসে প্রায় ১০০ কোটি ডলার নিট মুনাফা করে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ইভাস্ট্রিজ ভারতের প্রথম বেসরকারি সংস্থা হিসাবে এই জাদু অঙ্ক ছুঁয়ে ফেলেছে। জাদু, সবই জাদু। মোদি ম্যাজিক আর কি! হ্যাঁ, এভাবেই ক্রমশ প্রকাশ হতে লাগল মোদি ব্রাণ্ডের আসল চেহারা, খড়ের কঙ্কাল। ভারতে উদার অর্থনীতি সরকারিভাবে চালু করার অক্লান্ত প্রচারক 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র কাগজ 'এই সময়' ২১ মে'র সম্পাদকীয়তে উচ্ছসিত হয়ে লিখল, ... একশ দিনের কাজ বা খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলি মূলগতভাবে ভ্রান্ত। তার থেকে অনেক বেশি জরুরি মানুষকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার যোগ্য করে তোলা। এরকম সম্পাদকীয়ে পরামর্শ প্রদানের পরের মাসেই, মোদিজির কাণ্ডকারখানা দেখে তাদের উত্তর-সম্পাদকীয় বোধোদয়, ''উন্নয়নের স্বাদ তেতো, আগে বললেই হত''। (এই সময় ২৮ জুলাই, উত্তর সম্পাদকীয়) দেবাংশু দাশগুপ্ত লিখতে বাধ্য হলেন, '... কেন্দ্রের নতুন সরকার কী চায়, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেই বহুচর্চিত আর্থিক সংস্কার অর্থাৎ কেরসিন-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পানীয় জল-সড়ক পরিষেবা ক্ষেত্রকে পুরোপুরি বেসরকারিকরণ। খাদ্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন বন্টন ও দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া। এসবই বিদায়ী কংগ্রেস সরকারের কর্মসূচি।' তিনিও স্বীকার করেছেন লাভবান হচ্ছেন সেই শিল্পপতিরাই। বিজেপির তথা মোদির 'নতুন ভাবনা'কে কটাক্ষ করে তিনি লিখলেন, 'নতুন কী কাজ তারা করছেন? .. যত দ্রুত সম্ভব দেশের তেল-গ্যাস-খনি-নদী-জল-মাটি বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।'

বিদায়ী কংগ্রেসি সরকারের মতোই 'গঙ্গা নিয়ে আদিখ্যেতা; 'স্বচ্ছ ভারত' নিয়েও তাই। ওদের নাম ছিল 'গঙ্গা অ্যাকশন' বা 'নির্মল ভারত', এদের 'নমামি গঙ্গে মিশন', এবং নির্মল নয় স্বচ্ছ! শব্দের ভারি কারিকুরি বটে বাপু!

কালো টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও নানান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদিজি। গত একবছরে তার কিছুই করেনি তাঁর সরকার। যেটুকু হৈ-চৈ হয়েছিল, তা সেই আগের সরকারের পদক্ষেপ বা রাম জেঠমালানি সহ কয়েকজন মানুষের সুপ্রিমকোর্টে মামালর ফল হিসাবে। কালো টাকা ইস্যুতেও মোদিজি আজ ব্যাকফুটে। এ তো গেল সব অর্থনৈতিক বিষয় আশয়!

প্রশাসনিক ভাবেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট ম্যাক্সিমাম গর্ভনেন্স'। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগে দেখা গেছে কত ন্যূনতম সরকারি হস্তক্ষেপ, সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ভি কে সিংহের ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে সরকারের ভূমিকা। প্রয়াত সাংবাদিক তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশ্লেষক রাজিন্দর পুরি দেখিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কত ভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করে রেখেছেন। (দি স্টেটসম্যান, ১৩ জুন, ২০০৪) বিজেপি পার্টিতে যেমন এখন শেষ কথা নরেন্দ্র মোদি, তেমনি প্রশাসনিক কাজকর্মের সিদ্ধান্ততেও সেই-ই মোদি! দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই!

দুর্নীতি দূরীকরণের প্রশ্নেও মোদির প্রতিশ্রুতি ছিল বিস্তর। কিন্তু একমাসের মধ্যে তাঁর রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, সেসব ডাহা মিথ্যা! মোদিজিও দুর্নীতিবাজ-পরিবৃত। 'ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ' এবং 'অ্যাশোসিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মস' হিসাব দিয়েছে মোদির ২২ শতাংশ সাংসদ ঘোষিত ভাবে অপরাধী। তার ২৮১ জন সাংসদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ ১১.৫৯ কোটি টাকা করে। এই টাকা সব সৎ পথে অর্জিত! প্রশ্ন রেখে প্রতিবেদনটি পড়ুন।

'আচ্ছে দিন' বা 'ভালো সময়' আনার জন্য প্রধান তিনটি ক্ষেত্র সম্ভবত অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা এবং রেলওয়ে। এদের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত নন। খুব বড় নেতাও এনারা নন। তবু দায়িত্ব! কেন? না ইতোমধ্যে সুরেশ প্রভু রেলকে বেচে দেওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করছেন। সব সেকশনকে বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইছেন। 'বিবেক দেবরায় কমিটি'ও অবশ্য তাই সুপারিশ করেছে। জগদীশ ভগবতী, অরবিন্দ পানাগড়িয়া, সুগত মারজিত, সরকারি সম্পত্তির বেচার পক্ষে তত্ত্ব দিচ্ছেন, আর আমাদের মোদিজি তা বাস্তবে প্রয়োগ করছেন। যে কোন শর্তে বিনিয়োগ চাই। 'জমি বিল'-এর মানে কী? শিল্পপতিরা চাইলে, যে কোন জমি নিতে পারবে। রেল বা সড়ক পথের দু'ধারে দু'কিলোমিটার তারা চাইলে, এমনকি 'রিয়েল স্টেট' ব্যবসা করলেও সরকার তা অধিগ্রহণ করে তাদেরকে দিয়ে দেবে।' মানে দেশ বেচার কারবারি আর কি?

প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বিশ্লেষণ করে দেখলে একবছর পর দিব্যি বোঝা যাবে সত্যিই মোদিজির সরকার একটি উল্টোমুখের মানে ইউ টার্ণ সরকার। যা যা বলেছিলেন, সব উল্টো করছেন। কৃষিসংকট সমাধানে এই সরকারের ভূমিকা কী? গজেন্দ্র সিং-এর দিল্লিতে আত্মহত্যা নিয়ে অনেক চর্চা হচ্ছে; কিন্তু বাস্তবে কোথায় কী হচ্ছে? যেটুকু হচ্ছে তা ২০০৪ সালে ইউ পি এ-১ সরকার প্রতিষ্ঠার পরও হয়েছিল, সেবার প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ড. এম. এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে অন্তত একটা 'কৃষক কমিটি' গঠন করা হয়েছিল, এনারা তাও করেন নি। ৩৩ শতাংশ ক্ষতি হলে নাকি ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে! তা গজেন্দ্র সিং-দের ফসল তো বড়জোর একত্রিশ বত্রিশ শতাংশ ক্ষতি হবে, তাহলে? তারা গাছে ঝুলবে? হিং টিং ছট প্রশ্ন এসব? না তো!

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ? সে তো আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম পড়ার পরোক্ষ প্রভাবে। এই সুযোগ তো আরও কিছু করা যেত। কবে শুরু হবে। এক বছর তো হয়ে গেল। কবে সুদিন আসবে?

স্কুলভবন আছে, ছাত্র-ছাত্রী আছে

তবুও চালু হল না রাহাতপুর জুনিয়র উচ্চবিদ্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ মে : স্কুলের ভবন তৈরি, ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়াতে অধীর আগ্রহ। তবুও চালু হল না রাহাতপুর জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়। তাই হতাশ রাহাতপুর সহ তৎসগ্ন চার পাঁচটি গ্রামের মানুষ। স্কুল দপ্তর থেকে জানানো হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষক না দেওয়ার জন্যই স্কুলটি চালু করা যায়নি।

কালনা শহর ৮ কিমি দূরে কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাহাতপুর গ্রাম। এই গ্রামের পাশাপাশি অবস্থান শ্রীরামপুর, কেলেনেই, খাগড়াগড়, আশ্রমপাড়া, বেগুনিয়া প্রভৃতি গ্রামের। সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান গ্রামগুলির ছেলে-মেয়েদের চতুর্থ শ্রেণি পাশ করার পর পড়াশোনা করতে ছুটতে হয় কালনা শহরের বিভিন্ন স্কুলে। বর্তমানে যানবাহন এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে ছেলে-মেয়ে কালনা শহরে গেলে চিন্তায় থাকতে হয় অভিভাবকদের। তাই এই এলাকায় একটা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন একান্তভাবে জরুরি হয়ে ওঠে। চাহিদা মেনেই রাহাতপুর জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়-এর অনুমোদন দেয় শিক্ষা দপ্তর। এই গ্রামের শিক্ষা অনুরাগী সেলিম শেখ স্কুল স্থাপনের জন্য স্বেচ্ছায় ১০ শতক জায়গা দান করেন। ২০১৩-১৪ আর্থিক বর্ষে সর্বশিক্ষা অভিযানের অর্থানুকুল্যে একটা ভবনও নির্মিত হয়। শিক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয়, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে পঞ্চম শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে। রাহাতপুর গ্রামের ৪০টি চতুর্থ শ্রেণি পাশ করা ছেলে-মেয়ে ঐ স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য মনস্থি করে। কিন্তু ঐ স্কুলে কোনো শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় ভর্তি কাজ ভেস্তে যায়। শেষ মুহূর্তে বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হতে সক্ষম হলেও কয়েকজন ভর্তি হতে পারেনি। তারা স্কুলে না গিয়ে বাড়িতেই রয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের এই খাম-খেয়ালী পানায় গ্রামবাসীরা হতাশা তো বটেই প্রচন্ড ক্ষুব্ধও। এই ব্যাপারে কালনা বিডিওকে জিজ্ঞাসা করলে জানান, কি হয়েছে আমাকে খোঁজ নিয়ে বলতে হবে। গ্রামবাসীদের দাবি ২০১৫ সালে হলো না, কিন্তু ২০১৬ সালে রাহাতপুর জুনিয়ার স্কুলটা চালু করতে হবে শিক্ষা দপ্তরকে। তা না হলে এই এলাকার মানুষকে আন্দোলন করতে দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারদের।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি রোস্তম আলি সেখ, পিতা - লতিপ সেখ, গ্রাম হরেরডাঙ্গা, পোঃ - বাজেপ্রতাপপুর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৯ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম রোস্তম আলি সেখ, পিতা লতিপ সেখ যা ভোটার কার্ডে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু রেশনকার্ডে ভুলবশত রোস্তম, পিতা লফিক শা নথিভুক্ত হয়েছে। রোস্তম আলি সেখ, পিতা - লতিপ সেখ এবং রোস্তম, পিতা লফিক শা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি তপন কুমার মুখার্জী, পিতা প্রয়াত হরপ্রসাদ মুখার্জী, গ্রাম ও পোঃ - কুয়ারা, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৪ মে, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম SHREYA MUKHERJEE যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SEAYA MUKHERJEE নথিভুক্ত হয়েছে। SHREYA MUKHERJEE এবং SEAYA MUKHERJEE এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শঙ্কর দাশ, পিতা - শ্রীপদ দাশ, খাগড়াগড় পূর্ব, ভাঙাকুঠি, বর্ধমান -১। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৮ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম হল শঙ্কর দাশ যা আমার ভোটার পরিচয়পত্র ও আধারকার্ডে সঠিকভাবে উল্লেখিত আছে। কিন্তু রেশনকার্ডে ভুলবশত আমার নাম শঙ্কর প্রসাদ যশওয়ারা, পিতা শ্রীপদ যশওয়ারা, মেহেদিবাগান, বর্ধমান লেখা আছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র শঙ্কর দাশ নামে পরিচিত হলাম। শঙ্কর দাশ, পিতা শ্রীপদ দাশ ও শঙ্কর প্রসাদ যশওয়ারা ও পিতা শ্রীপদ যশওয়ারা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি অনির্বান সেন, পিতা প্রয়াত অনিল কুমার সেন, কৃষ্ণপুর রোড, গোলাপবাগ, পোঃ - রাজবাটি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম হল অনির্বান সেন কিন্তু রেশনকার্ডে ভুলবশত অনিলবান সেন, পিতা অনিল কুমার সেন নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমি অনির্বান সেন নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম। অনির্বান সেন ও অনিলবান সেন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ নাকির মহম্মদ, পিতা আহমেদ আলি, সিজেপাড়া, সরাইটিকর, থানা ও জেলা বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২০ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম সেখ নিয়াজ শরিফ। যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত নিয়াজ শরিফ, পিতা নাকির হোসেন নথিভুক্ত হয়েছে। সেখ নিয়াজ শরিফ, পিতা সেখ নাকির মহম্মদ এবং নিয়াজ শরিফ, পিতা নাকির হোসেন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

পঞ্চায়েত সভাপতি খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাধবডিহি, ১১ মে : গতকাল রাতে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীর গুলিতে মৃত্যু হল রায়না-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তৃণমূল নেতা আব্দুল আলিম শেখ-এর। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে রাত ১০টা নাগাদ আলমপুর গ্রামের রাস্তায় খুব কাজ থেকে গুলি করা হয় তাঁকে। আহত অবস্থায় বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মাধবডিহি থানার পুলিশ সন্দেহভাজন ৮ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। এলাকা থমথমে।

ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশের প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ মে : ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ—২০১৫ দেশের কৃষি ও কৃষকের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে। দেশের খাদ্য স্বয়ম্ভরতাকে বিপন্ন করবে। দেশে উষ্ণায়নের প্রভাব বাড়বে। এরই প্রতিবাদে ৭ মে টাউন হলে বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে এক কনভেনশন হয়ে গেল। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন কৃষকসভার জেলা সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, উদয় সরকার, অমল হালদার, সুরেন হেমব্রম, সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণ সভার হারাধন পাল, সারা ভারত কিষাণ মহাসভার মোজাম্মেল হক, সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের দোলা গাঙ্গুলি, সারা ভারত অগ্রগামী কিষাণ সভার শ্যামলেন্দু ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন অচিন্ত্য মল্লিক। কনভেনশন থেকে ঠিক হয় আগামী ১২ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত জেলাজুড়ে গণস্বাক্ষর অভিযান চলবে। ২৫ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে।

কার্ল মার্কসের জন্মদিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেতুগ্রাম : গত ৫ মে এখানকার বেলুন গ্রামে মহান দার্শনিক কার্ল মার্কসের ১৯৮তম জন্মদিবস নবগ্রাম অঞ্চলের তিনটি শাখা মিলিতভাবে এই উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কার্ল মার্কসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মলয় বিশ্বাস। এরপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ সদস্যরাও পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করেন।

এরপর কার্ল মার্কস ও আজকের অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনা করেন তপোময় ঘোষ। তিনি তার বক্তব্যে কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, 'দাস ক্যাপিটালের' হিসাব, উদ্বৃত্ত মূল্য ও শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে আজকের পৃথিবীর অর্থনীতির রূপরেখা সংক্ষেপে আলোনা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মলয় বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জোনাল ও লোকাল কমিটির নেতৃবৃন্দ।

দুর্গাপুরে আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ মে, দুর্গাপুর : আজ সন্ধ্যায় ইস্পাতনগরীর দেশবন্ধু ভবনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ঐতিহাসিক সপ্তম কংগ্রেস-এর ৫০-তম বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র দুর্গাপুর ইস্পাত জোনাল কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীদীপ ভট্টাচার্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সন্তোষ দেবরায় ও সুশান্ত ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন রথীন রায়, বংশগোপাল চৌধুরী, মহাব্রত কুণ্ডু, নির্মল ভট্টাচার্য, সুবীর সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন সুশান্ত ব্যানার্জী। ইতিমধ্যে তৃণমূলের সন্ত্রাসের মধ্যে নেপালের ভূমিকম্পে দুর্গতদের স্বার্থে দলের পক্ষ থেকে অর্থ সংগ্রহের আবেদনে ভালো সাড়া পাওয়া গেছে বলে সভায় জানান জোনাল সম্পাদক সন্তোষ দেবরায়।

গুসকরায় প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা : ভয়-ভীতি-সন্ত্রাস কাটিয়ে গুসকরায় এই প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন বর্ধমান জেলার অন্যান্য চক্রের শিক্ষকদের উজ্জীবিত করবে। শনিবার আউসগ্রাম-১ এবং ২ চক্রের যৌথ ২৪ তম সম্মেলন মঞ্চে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে এই প্রশংসা করলেন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বর্ধমান জেলা সম্পাদক আশীষ হাজরা।

শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন মীর আবুল হায়াৎ ও শশাঙ্ক বজর। এছাড়াও গণ-আন্দোলনের নেতা আলমগীর মণ্ডল, অচিন্ত্য মজুমদার প্রমুখ শহিদবেদীতে মাল্যদান করেন।

বিদ্যাসাগর মেমোরিয়ালের ওানেক্সার হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের গুসকরা জোনাল সম্পাদক অনুনয় মণ্ডল। অভিনন্দন জানিয়ে বিধায়ক বাসুদেব মেটে, অচিন্ত্য মজুমদারও বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদনের উপর ৮ জন আলোচনায় মিড-ডে মিলের সমস্যা, জেলা কাউন্সিলের তুঘলকি আচরণের কথা প্রভৃতি বিষয়গুলি তুলে ধরেন। মঞ্চ হতে আউশগ্রাম-১ চক্রের জন্য কার্তিক ঘোষকে সম্পাদক ও মীর আবুল হায়াৎকে সভাপতি এবং আউশগ্রাম-২ চক্রের জন্য নুরজামান মণ্ডলকে সম্পাদক ও জগবন্ধু মেটেকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

গুসকরা জোনাল সংগঠনের সভপতি রাতুল দত্তের নেতৃত্বে সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৬৫ সালের ৪ মে; ২। জার্মানির প্রুশিয়ার মজেলে নদীর তীরে ট্রীয় শহরে ১৮১৮ সালের ৫ মে জন্মান, মৃত্যু ১৪-৩-১৮৮৩; ৩। ১৯১১ সালের ৫ মে, চট্টগ্রামে জন্মান, শহিদ হন ২৪-৯-১৯৩২; ৪। বৈজ্ঞানিক জেমস ইয়ঙ সিম্পাসন, ১৮১১ সালের ৬ মে; ৫। ১৮৮৯ সালের ৬ মে; ৬। ১৯৪১ সালের ৩ মে (২৫ বৈশাখ); ৭। ২০০০ সালের ৬ মে, জন্ম ১৪-১-১৯১১; ৮। ১৯৬২ সালের ৭ মে (২৫ বৈশাখ) ১০১ তম জন্মদিবসে; ৯। ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়; ১০। রেডক্রশের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাঁ যাঁরি দঁনাত, ১৯০১ সালের ১০ ডিসেম্বর, ১৮২৮ সালের ৮ মে; ১১। ১৯৬৬ সালের ৮ মে, ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়; ১২। নিউইয়র্ক শহরে ১৯৪৪ সালের ৯ মে।

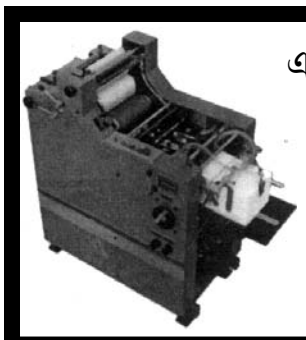

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

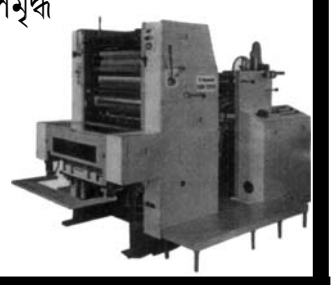

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা